রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জানুয়ারি ২৩, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১০ মাঘ ১৪২৫/২৩ জানুয়ারি ২০১৯

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.০৩৫—বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক, সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী এবং একাদশ জাতীয় সংসদের সংসদ-সদস্য সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম গত ০৩ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

২। সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০৮ মাঘ ১৪২৫/২১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম

মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

০৮ মাঘ ১৪২৫
ঢাকা: ----------
২১ জানুয়ারি ২০১৯

বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক, সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী এবং একাদশ জাতীয় সংসদের সংসদ-সদস্য সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম গত ০৩ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম ১৯৫২ সালে ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক।

বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম পারিবারিক ঐতিহ্যের সূত্র ধরে ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতিতে সক্রিয় হন। তিনি বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকসহ কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীকালে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন।

মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সন্তান সৈয়দ আশরাফ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে একজন নিবেদিতপ্রাণ মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি আমৃত্যু ছিল তাঁর অবিচল আস্থা। আজীবন তিনি তাঁর মননে ও কর্মে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন ধারণ করে গেছেন।

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে পিতা সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ জাতীয় চার নেতার নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর তিনি যুক্তরাজ্যে চলে যান। প্রবাস জীবনে তিনি যুক্তরাজ্যে আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম ১৯৯৬ সালে দেশে ফিরে আসেন। তিনি কিশোরগঞ্জ সদর অর্থাৎ কিশোরগঞ্জ-১ আসন হতে ১৯৯৬, ২০০১, ২০০৮ ও ২০১৪ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়নে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন। সর্বশেষ ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একই আসন হতে সৈয়দ আশরাফ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়নে বিপুল ভোটে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন।

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম ১৯৯৬ সালে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০১ সালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ছিলেন। জনাব আশরাফ ২০০৯ ও ২০১৪ সালে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পান। পরে ২০১৫ সালে তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সর্ব ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুনাম, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে উক্ত দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দলের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। অতঃপর ২০০৯ হতে ২০১৬ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দুই মেয়াদে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৬ সালে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন।

সহজাত প্রবণতায় সৈয়দ আশরাফ ছিলেন বিনয়ী, বন্ধুবৎসল, সদালাপী, অমায়িক, নিরহংকার, পরোপকারী ও সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে অভ্যস্ত একজন মানুষ। তাঁর আত্মপ্রত্যয়, পরার্থপরতা, পরিমিতিবোধ ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব তাঁকে জনপ্রিয়তার সুউচ্চ অবস্থানে অধিষ্ঠিত করেছে। নৈতিক আদর্শ, মূল্যবোধ ও কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য সর্বমহলে সমাদৃত ছিলেন সৈয়দ আশরাফ।

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম ছিলেন গণমানুষের নেতা। তাঁর নির্বাচনী এলাকাসহ দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

বিশিষ্ট এ নেতার অকাল মৃত্যুতে দেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত নিবেদিতপ্রাণ এক বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং আদর্শবান রাজনীতিবিদকে হারাল। দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা।

মন্ত্রিসভা সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd